[প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ]

আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ]

গবেষক: মহম্মদ সামসুর রহমান

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE1401618

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 21.12.2018

তত্ত্বাবধায়ক: ড. বরেন্দু মণ্ডল

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

‘আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ: পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ’— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভে কথাকার আবুল বাশারের গল্প-উপন্যাসে ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ ও প্রতিগ্রহণের বিষয়টি খোঁজাই ছিল গবেষণার অন্বিষ্ট। নির্বাচিত আখ্যানগুলিকে পুরাণের মূল গল্পের কাঠামোর সঙ্গে আন্তঃসংযোগ ও অন্তর্বিরোধের স্থানটি যথাসম্ভব নির্ধারণ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনও তাত্ত্বিক পরিসরে রেখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়নি। ‘পরিগ্রহণ’— বলতে ধর্মীয় মিথ-পুরাণের ‘Adaptation’ বা ‘Reception’— উভয়ই বোঝানো হয়েছে। পরিগ্রহণ এবং প্রতিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পুরাণের মূল কাহিনির পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ ঘটে, কখনও মূল কাহিনি ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হয় নবমিথের। গবেষণা অভিসন্দর্ভে অধ্যায় পরম্পরায় এই প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে যৌক্তিক শৃঙ্খলায় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ‘মিথ’ (Myth) শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত হলেও ‘পুরাণ’ শব্দটি ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত। আমাদের আলোচনার বীক্ষণবিন্দু— ইহুদি, খ্রিস্টিয় এবং ইসলামি পুরাণ হলেও ‘পুরাণ’ শব্দটি দ্বারা মূলত পুরাকালের গল্প বা আখ্যানকে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। **ভূমিকা** ও **উপসংহার**-এর মধ্যবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত হয়েছে। উপসংহার-এর শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে **পরিশিষ্ট**, **গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাপঞ্জি** এবং **বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)**।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: ইতিহাস, মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ ও বাংলা কথাসাহিত্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ: আবুল বাশারের আখ্যানভুবন

ক. উপন্যাসে ইতিহাস প্রসঙ্গ

খ. ছোটোগল্পে ইতিহাস প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায়: আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ইসলামিক মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণ

ক. উপন্যাসে ইসলামিক মিথ-পুরাণ

খ. ছোটোগল্পে ইসলামিক মিথ-পুরাণ

চতুর্থ অধ্যায়: ইহুদি ও খ্রিস্টিয় মিথ-পুরাণ: আবুল বাশারের কথাসাহিত্য

ক. উপন্যাসে ইহুদি ও খ্রিস্টিয় মিথ-পুরাণ

খ. ছোটোগল্পে ইহুদি ও খ্রিস্টিয় মিথ-পুরাণ

পঞ্চম অধ্যায়: আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে নবমিথ নির্মাণ

উপসংহার

পরিশিষ্ট

ক. আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি ও উর্দু শব্দের তালিকা

খ. আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)

নিম্নে প্রতিটি অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হল—

প্রথম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে মিথ-পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ইতিহাস, মিথ-পুরাণ— এই তিনের আন্তঃসম্পর্ক ও বিরোধের জায়গাটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় পুরাণ ও বিদেশি পুরাণের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের স্থানটি যথাসম্ভব নির্ণয় করার চেষ্টা করে মিথ-পুরাণ সৃষ্টির নেপথ্যে ক্ষমতার স্বর ও প্রতিস্বরের যে আখ্যান তা ইতিহাস ও পৌরাণিক উপাদান থেকে সংগ্রহ করে বিষয়টি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্বে এগারো জন কথাকারের নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত ইহুদি ও ইসলামি মিথ-পুরাণের পরিগ্রহণের দিকটি বিশ্লেষণ

করার পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যে বিদেশি পুরাণের পরিগ্রহণের ক্রমিক বিবর্তন ও প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে ইতিহাস ও কল্প-আখ্যানের সমন্বয় ও দ্বান্দ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি কথাকার আবুল বাশার কীভাবে ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করেছেন, ইতিহাসের কোন সময়কে তিনি ব্যবহার করেছেন এবং সেই সময়ের সঙ্গে আখ্যানকারের ব্যক্তি-জীবনের যোগসূত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর আখ্যানের চরিত্র যেন তাঁরই খণ্ড-বিখণ্ড আত্মতা এবং আখ্যানের ঘটনাবলী সমকালীন সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট ও মানুষের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার রক্ষারই আলেখ্য। সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী লেখকের ইতিহাস নির্ভর আখ্যানগুলিকে এমনভাবেই পড়তে চেয়েছি আমরা।

তৃতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত ইসলামি মিথ-পুরাণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামি পুরাণের উৎসমূলক গ্রন্থগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আখ্যানে প্রতিফলিত মিথ-পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট মূলত গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠী। আখ্যানে নির্মিত চরিত্রদের বিশ্বাস-সংস্কার, শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে লোকায়ত ইসলামের দ্বন্দ্ব, রক্ষণশীল মানুষদের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, বামপন্থী তত্ত্ব-দর্শনের সঙ্গে লোকায়ত মিথ-সঞ্চারিত সমন্বয়ী জীবনের মিলন ও বিরোধ, আরব্য-রজনীর গল্পকথা, শরিয়তি ইসলামের নির্ধারিত তালাক প্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিবাহ-বিচ্ছিন্না গ্রামীণ মুসলিম নারীর অসহায়ত্ব, যৌনতার দাসত্ববৃত্তি এবং সামাজিক যৌনশোষণ, তালাক-ইদ্দত-তহলীলের জটিল পাকে নিরন্তর নিষ্পেষিত নারী-জীবন ও ধর্মের কূট তামাশায় ধর্মহীন পুরুষের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, সেইসঙ্গে গ্রামীণ সমাজের মোল্লাতন্ত্রের দাপট ইত্যাদি বিষয়গুলি কথাকারের আখ্যানের দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এই অধ্যায়ে নির্বাচিত আখ্যানগুলিতে মূলত হিব্রু বাইবেল ও খ্রিস্টিয় বাইবেল এবং ইহুদি কিংবদন্তি ও লৌকিক পুরাণের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। আরব মরুভূমির বুকে একাধিক ধর্মের জন্ম, তাদের মধ্যকার আন্তঃসংযোগ ও বিরোধ, মানুষের ভাষা ও ধর্মের আধিপত্যবাদী শক্তি, নবিদের দিব্যতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সংকট, পুরা পৃথিবীর ধর্মীয় আগ্রাসন এবং পৌরাণিক ঈশ্বরের রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিতাড়িত মরুমর্ত্যের মানুষের আত্মিক ও অস্তিত্বের সমস্যা-সংকুল জীবন-ব্যবস্থা, মিথোলজিক্যাল চরিত্রের পাশাপাশি লেখকের কল্পজাত

চরিত্রদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি বিষয়গুলি গল্প-উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে কথাকার মূলত ইহুদি ও ইসলামি মিথ ভেঙে তাঁর আখ্যানকে পাঠককে অন্যচোখে দেখতে প্রণোদিত করেছেন। ইহুদি পুরাণে পরিত্যাজ্য, উপেক্ষিত, নিন্দিত ও অভিশপ্ত চরিত্রদের আখ্যানে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। পুরাকথার শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত গল্প-উপন্যাসে নব-রূপায়ণে লেখকের অভিপ্রায়কে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কথাকারের চরিত্ররা ধর্ম ও পুরাণের খোলস ছেড়ে আপামর সমাজের দীর্ঘকালীন অনুভুতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। নির্বাচিত আখ্যানগুলিতে এই উত্তরগুলিই খুঁজতে চেয়েছি আমরা।